দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 20 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জবিতে ইচ্ছেমতো চলছেন অর্ধ শতাধিক শিক্ষক

প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে ছুটে যাচ্ছে কোচিং সেন্টারে ঃ ভিসির সতর্কবাণী উপেক্ষিত

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান ঃ প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষক চলছে যে যার মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন কোচিং সেন্টারের ছাত্র খোঁজার জন্য। ক্লাসটাইম শেষ হওয়ার আগেই ছুটে যান কোচিং সেন্টারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, না আসা চলে নিজেদের ইচ্ছায়। ভিসি বললেন দু-একদিনের মধ্যেই ঐ সব শিক্ষককে নোটিশ দেয়া হবে, এতেও কাজ না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পরেই শিক্ষকদেরকে এক জেনারেল মিটিংয়ে শিক্ষকরা টিউশনি বা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে জবির কোন ছাত্রকে পড়াতে পারবে না মর্মে একটি রেজুলেশন পাশ করেন। সেদিন এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দিলেও কেউই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। প্রাইভেট পড়লে ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় অধিক নম্বর দেয়া হয়। এসব শিক্ষক প্রশ্ন করেন বিধায় তাদের নিজস্ব ছাত্রদেরকে শর্ট সাজেশন দেয়ার অভিযোগ করেছেন বেশকিছু শিক্ষার্থী। প্রকাশ্যে ক্লাশে বেশি নম্বর ও শর্ট সাজেশনের ঘোষণাও দিয়ে থাকেন অনেকে, এমন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অহরহ। ফলে গরীব অথচ মেধাবী ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকরা ক্লাশের চেয়ে নিজস্ব কোচিং সেন্টারে সময় বেশি দেয়ায় ছাত্ররা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেক শিক্ষক আছে যারা প্রশাসনকে অবহিত না করে বা ছুটি না নিয়েই সপ্তাহে ২/৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। এসব ব্যাপারে ভিসির পক্ষ থেকে বারবার তাগিদ দেয়া হলেও কোন ফল আসেনি। ভিসির মতে বেশকিছু শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ও কাজে অনিহার কারণেই কয়েকটি বিভাগে সেমিস্টার, পদ্ধতি সুফলের পরিবর্তে কুফলই বয়ে আনছে। কয়েকটি বিভাগ ছয় মাসের সেমিস্টার ১৮ মাসেও শেষ করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সূত্র জানায়, প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে নিজস্ব বাসাতেই কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন অনেক শিক্ষক।

এ ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান এসব অভিযোগের কথা স্বীকার করে বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐসব শিক্ষকদের নোটিশ দেয়া হবে। এতেও যদি কাজ না হয় তবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ শিক্ষকদের অনেক দাবিই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাকি দাবিগুলোও অল্প সময়ের ব্যবধানে বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষকদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা এবং ব্যাচেলর শিক্ষকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোচিং বা প্রাইভেট পড়িয়ে যেসব শিক্ষকরা ৫০/৬০ হাজার টাকা রোজগার করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোঃ কামাল উদ্দিন, মোঃ আব্দুস সালাম, রোকেয়া পারভীন জুই, সহকারী অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, ফারহানা বেগম, বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোঃ হুমায়ুন কবির। ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আনিসুর রহমান, প্রভাষক মিরাজুর রাসুল, সহকারী অধ্যাপক শফিক আহমেদ শিবলি, কাজী কবির আহমেদ, পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ ইফতেখার আলী, মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী ফরিদা জাহান। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শরীফুল আলম। গণিত বিভাগের মোঃ মিজানুর রহমান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের মাহফুজা হক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের মারুফা রহমান, অর্থনীতি বিভাগের জাহানারা রহমান, সেতারা আনজুমান, মোঃ সোহরাওয়ার্দী, ইংরেজী বিভাগের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলা বিভাগের খলিলুর রহমান ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুশফেকা খাতুন প্রমুখ।